গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা

সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মোস্তফা কামাল সিনিয়র সচিব
সভার তারিখ	২৯.১০.২০২৩
সভার সময়	সকাল ১০: ৩০ ঘটিকা
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-কঃ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ। পরিশিষ্ট-খঃ সভায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ।

সভাপতি সভায় উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি গত ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে একটি রাজনৈতিক দলের মহাসমাবেশের পর পুলিশের একজন সদস্যকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং মরহুমের আত্নার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। একইসাথে, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব শেখ মো: শরীফ উদ্দিন এনডিসি এর মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করতঃ শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি মোতাবেক কার্যপত্র উপস্হাপনের জন্য অনুরোধ জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্হিত এবং ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন**	গত ১৯.০৯.২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকলে অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	কোন সংশোধনী না থাকায় গত ১৯-০৯-২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়।	-

২.	**বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি**	মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিম লিডার সভায় জানান,এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তিনি জানান প্রথম প্রান্তিকের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমানকসহ সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে যথাসময়ে যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমুহের মধ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ১ম স্থান, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ২য় স্থান এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ৩য় স্থান অধিকার করেছে। সভাপতি জানান এপিএ তে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানান।	১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার সকল এপিএ টীম কর্তৃক নিয়মিত সভা করতে হবে। দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয়ের এপিএ টীম লিডার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধান (সকল)। ২. এপিএ টীম লিডার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩.	**ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ইনোভেশন এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ**	সিস্টেম এনালিস্ট নৌপম সভায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থাসমূহের ই-নথি/ডি-নথি কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ই-গর্ভনেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী ৮৫% ফাইল ই-নথিতে সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সেপ্টেম্বর মাসে ৯৫.৪২% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। বিগত তিন মাসে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৯৭% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করেছে। সংস্থা সমূহের ই-নথি/ডি-নথিতে ফাইল নিষ্পত্তির হার সন্তোষজনক। ডি-নথি ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানিয়ে ২২-১০-২০২৩ এটুআই কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর ১০০% ফাইল ই-নথিতে সম্পন্ন করায় ধন্যবাদ জানান।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ই-নথি/ডি-নথিতে নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। হার্ডকপিতে নথি নিষ্পত্তি না করে ই-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ। ২. সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ৩. ইনোভেশন টীম, নৌপম

৪.	**অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ**	উপসচিব (আইন ও অডিট) সভায় জানান যে, দপ্তর /সংস্থার বর্তমানে সাধারণ আপত্তির মোট সংখ্যা=৪৭৯টি, অগ্রিম আপত্তির মোট সংখ্যা=৮৮৮টি, খসড়া (সংকলন) আপত্তির মোট সংখ্যা=১৬৩টি, মোট আপত্তির সংখ্যা=১৫৩০ ও জড়িত টাকা পরিমান =১৪১৪৬.২৮ (চৌদ্দ হাজার একশত ছেচল্লিশ কোটি আটাশ লক্ষ টাকা মাত্র)। মোট নিষ্পত্তি (সাধারণ ২৫টি+অগ্রিম ০৩টি)=২৮টি, মোট নিষ্পত্তির সংগে জড়িত অর্থের পরিমাণ=৪৭১.৫৮ কোটি টাকা (চারশত একাত্তর কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা)। পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অডিট সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উপসচিব (আইন ও অডিট) কে ধন্যবাদ জানান। সভাপতি এভাবে সভা করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. দপ্তর/সংস্থা সমূহের চিহ্নিত সর্বোচ্চ অর্থ জড়িত এমন ৫টি করে অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১.সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৫.	**দেওয়ানী ও রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য**	উপসচিব (অডিট ও আইন) সভায় জানান যে, প্রতিবেদনাধীন মাস (সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সর্বমোট মামলা ৪৯৮টি। তন্মধ্যে ৪৮৮টির জবাব দাখিল করা হয়েছে। মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২টি, যা সরকারের পক্ষ্যে নিষ্পত্তিকৃত। জবাব দাখিলসহ মামলাসমূহ নিষ্পত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন মামলা যা আছে তা নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব (অডিট ও আইন) অধিশাখা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬.	**তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীনে স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য সমূহের ১) ৫ ধারা মোতাবেক তথ্যাবলীর ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ এবং ২) স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। সভাপতি জানান যে, কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলে তা নিয়ম অনুযায়ী জানানোর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. সেবা গ্রহীতাগণের তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। ২. এ বিষয়ে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ/ ওয়েবসাইট নিয়মিত আপলোড করতে হবে। ৩. তথ্য অধিকার আ্রইনের আওতায় সময়মত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. মন্ত্রণালয়েরে এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

৭	**নাম পদবি ব্যবহার সংক্রান্ত**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মোবক, বাস্থবক, জানরক এবং পাবক এর পদনাম/পদবি পরিবর্তন বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। চবকের পদনাম পরিবর্তনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে অর্থবিভাগে প্রেরণের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিসি'র অর্গানোগ্রামভুক্ত সচিব, উপসচিব ও সহকারী সচিব পদনাম এর পরিবর্তে উপযুক্ত পদনাম সংশোধনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিস্ট অনুসারে ০৩-১০-২০২৩ তারিখে পুনরায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র পদনাম/পদবি পরিবর্তনের বিষয়ে ১১-০৮-২০২৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং ৩১-০৮-২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে। এ প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগের সম্মতি পত্রের 'ক' শর্ত মোতাবেক প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ-কে গত ১২-০৯-২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভাপতি জানান প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবসমুহ উক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	১. প্রশাসন অনুবিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ চবক/মোবক/পাবক/ বাস্থবক/ বিআইডব্লিউটিসি ও বিআইডব্লিউটিএ।
৮	**শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত**	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনেক পদ শূন্য রয়েছে। শুন্য পদসমূহ জরুরি ভিত্তিতে পূরণ করা প্রয়োজন। সভাপতি প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থায় নিয়োগের বিষয়ে জানতে চাইলে চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় জানায়, চবকে শূন্য পদ আছে ৩৫৭৬টি, সরাসরি নিয়োগযোগ্য ২৩৯৫টি পদ এবং পদোন্নতি যোগ্য পদ ১১৮১টি। সরাসরি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদাণের চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	১) মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল শূন্যপদে আবশ্যিকভাবে জনবল নিয়োগ/ বিজ্ঞপ্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। ২) বিআইডব্লিউটিসি'র নিয়োগ নিয়ম বর্হিভূতভাবে করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে গঠিত কমিটি যাচাই বাছাই করে করণীয় নির্ধারণসহ দুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ৩। দপ্তর/সংস্থার যেসকল পদে	১।সকল দপ্তর/ সংস্থা প্রধান। ২। সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রধান। ৩। যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

		পদোন্নতি যোগ্যপদে পদোন্নতির জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে পদোন্নতির কার্যক্রম শেষ হবে মর্মে তিনি জানান। পাবকের চেয়ারম্যান সভায় জানান, সংস্থাটিতে মোট পদ ৩৪১টি। শূন্য পদ ২৬টি যা নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। আগামী ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে ১৪টি পদে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি আরও জানান যে পাববে কাজ নাই মজুরি নাই ভিত্তিতে লোক কর্মরত আছে। সভাপতি কাজ নাই মজুরি নাই ভিত্তিতে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া ইতোপুর্বে বাতিল হয়েছে বলে জানান এবং কাজ নাই মজুরি নাই প্রক্রিয়াকে আউটসোর্সি পদ্ধতিতে নিয়োগে রূপান্তর করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মোংলা বন্দরে নিয়োগযোগ্য পদ ১০০৫টি, এর মধ্যে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে ১২৬ জনকে। নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে ২১৫টি পদের। অফিসার পদে ১২০ জন কে নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রায় ২৬ হাজার প্রার্থী আবেদন করেছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। বিআইডব্লিউটিএ'তে মোট পদ ৫৪৬০টি, কর্মরত আছে ৪৪৩২জন। ৯৭৫টি পদ শূন্য আছে। গত বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত ৫১৭জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এ বছরে এ পর্যন্ত নিয়োগ হয় ১৯৮ জনের। বর্তমানে যে ৯৭৫টি পদ শূন্য আছে তার মধ্যে ৪১০টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত নিয়োগ সম্পূন্ন করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। বিআইডব্লিউটিসি'র সচিব জানান যে, নৌঅফিসার পদে ৮৫টি পদ শূণ্য আছে। এর মধ্যে ৮১জন কাজ নাই মজুরি নাই ভিত্তিতে কর্মরত আছে। মহামান্য আদালতের নির্দেশে উক্ত পদে কর্মরতদের সুযোগদানের জন্য বলা হয়। সেপ্রেক্ষিতে ৮১ জনের মধ্যে ৮০জন আবেদন করেছে। নিয়োগদানের জন্য নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সভা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া গাড়ি চালক ৮টি এবং নিরাপত্তা প্রহরী পদে ১১১ জনকে নিয়োগ প্রদানের জন্য ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। এই ১১১ জনের মধ্যে ৬৭ জন	ডেপুটেশনে কর্মকর্তা পদায়িত রয়েছে, সেসকল পদ সমুহ শুন্য বিবেচনা করে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ফিডার পদধারীদের ইনসিটু পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। ৪। সকল নিয়োগোর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।	

		মাষ্টাররোলে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। স্থলবন্দরের জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নিয়োগযোগ্য ও পদোন্নতিযোগ্য ৯০টি পদ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য শীঘ্রই কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মহাপরিচালক নৌপরিবহন অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ৬টি কমন নিয়োগ বিধির আওতায় ১৩-২০ গ্রেডের ৪জনকে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩০২টি পদের মধ্যে শূন্য পদ ১৫২টি এবং পূরণ করা হয়েছে ১৫০টি পদ। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের কর্মকর্তার শূন্য পদ ১৫৫টি এবং কর্মচারী পদ শূন্য ১১২৫টি। গত আগস্ট মাসে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ১৩জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উপ-মহাব্যবস্থাপনক পদে ২জন এবং ড্রাইভার পদে ৯জনকে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ১ জন মহাব্যবস্থাপনক পদে পদোন্নতি পেয়েছে। সহকারী জেনারেল ম্যানেজার পদে ১৫ জন, সহকারী ম্যানেজার ১১জন, ও অন্যান্য অফিস স্টাফ পদে ১৬জন পদোন্নতি পেয়েছে। জাতীয় নদীরক্ষা কমিশনে ৬টি শূণ্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। নাবিক ও প্রবাসী কল্যাণ পরিদপ্তরে ৪টি পদ শূন্য আছে এবং পদোন্নতি যোগ্য ২টি পদ রয়েছে। বাংলাদেশ মেরিন একাডেমীর নিয়োগবিধি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। উপসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, ৪টি ক্যাটাগরির ১৬টি পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী নভেম্বরের ১৫-১৬ অথবা ২৫-২৬ তারিখ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। সভাপতি সকল দপ্তর/সংস্থায় দ্রুত নিয়োগ/পদোন্নতি কার্যক্রম শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।তিনি দপ্তর/সংস্থার যেসকল পদে ডেপুটেশনে কর্মকর্তা পদায়িত রয়েছে, সেসকল পদ সমুহ শুন্য বিবেচনা করে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ফিডার পদধারীদের ইনসিটু পদোন্নতির নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি দপ্তর/সংস্থাসহ ‘সকল নিয়োগোর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি নিতে হবে’ মর্মে নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে		

৯	**মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:**			
	ক. বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করে প্রণয়ন প্রসঙ্গে	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, মোংলা বন্দরের "The Protection of Ports (Special measures) Act No. XVII of 1948" এর স্থলে "বন্দর সংরক্ষণ আইন, ২০১৯" এর খসড়া প্রণয়ন করে এসংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার মতামত গ্রহণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ হতে প্রমিতকরণ করে গত ২০-০৬-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৭-০৮-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান" সংক্রান্ত কমিটির প্রেরণ করা হয়েছে	সকল প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ পূর্বক আইন সমূহ যুগোপযোগী করে প্রণয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, মোবক ২. উপসচিব (মোবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	খ. নীতিগতভাবে অনুমোদিত আইন মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন সংক্রান্ত।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, ১। The Ports (Amendment) Act, 2015" (নীতিগত অনুমোদনের তারিখ ০৬ এপ্রিল ২০১৫) নীতিগত অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং করে গত ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে বিল আকারে প্রেরণ করা হলে জাতীয় সংসদের ১৭-১১-২০১৫ তারিখের বৈঠকে বিলটি ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হয়। অত:পর "The Ports (Amendment) Act, 2015" টি বাংলায় রূপান্তরিত করে "বন্দর আইন, ২০২৩"প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ অন্তে ১৪-০৬-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি"র নিকট প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৪-১০-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ণিত কমিটির ৫ম সভায় "বন্দর আইন, ২০২৩" পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২। "The Bangladesh Inland Water Transport Corporation Order-1972" (নীতিগত অনুমোদনের তারিখ ০৯ সেপ্টেম্বর	মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে দুত কার্যকর ব্যব্যস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১.চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি ২. উপসচিব, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি, নৌপম।

		২০১৯) এর পরিবর্তে বাংলা ভাষায় 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯'-এর খসড়ার মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর আইনটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০২০" মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রণীত রাষ্ট্রপতির আদেশ ও আইনসমূহ পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে কোনরূপ সংশোধন /পরিমার্জন/ পরিবর্ধনের আবশ্যকতা দেখা দিলে ঐগুলি রহিত না করিয়া কেবল প্রয়োজনানুগ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন।''বর্ণিত নির্দেশনা মতে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে আইনটির ইংরেজিতে খসড়া প্রস্তুত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে আইনের খসড়া পরীক্ষা নিরিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি কর্তৃক ৯ মার্চ, ২০২২ তারিখে ১ম সভা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে ২য় সভা, ১৮ মে ২০২৩ তারিখে ৩য় সভা এবং ১০-০৮-২০২৩ তারিখে ৪র্থ সভা করা হয়। সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুসারে খসড়া আইনটি সংশোধন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান আছে।		

	গ. সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংশোধন/ পরিমার্জন ও রহিতক্রমে নূতন আইনে পরিণতকরণ	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, সামরিক শাসনামলে জারিকৃত ১) "The Inland Shipping Ordinance, 1976" রহিত করে " অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন আইন, ২০২২"প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সকল প্রক্রিয়া অনুসরন করে গত ১৩-০৭-২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খসড়া আইনটি প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রণীত খসড়া নিয়ে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। নীতিগত অনুমোদনের জন্য সারসংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে কতিপয় সংশোধনের নিমিত্ত সারসংক্ষেপটি ফেরত এনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পুনরায় ২০/০৯/২০২৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি"র নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। ২। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক **The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983** রহিত করে "বাংলাদেশ বাণিজ্যিক নৌপরিবহন আইন, ২০২২" প্রণয়ণের জন্য সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন শেষে গত ২০-০৪-২০২২ খ্রি. তারিখে প্রণীত আইনের খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। গত ১২-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ১ম সভা, ২১ জুন, ২০২৩ খ্রি. তারিখ ২য় সভা এবং ০৪-০৯-২০২৩ তারিখে কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিমার্জিত খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	সামরিক শাসনামলে জারিকৃত ১) "The Inland Shipping Ordinance, 1976" এবং ২) The Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 দ্রুত অনুমোদনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	১. মহাপরিচালক, নৌপঅ ২. উপসচিব (জাহাজ) শাখা
	BIMSTEC সদস্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদনের লক্ষ্যে	Agreement on Coastal Shipping সংক্রান্ত একটি চুক্তি গত ২০১৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে	প্রস্তাবিত Agreement on Maritime Transport	যুগ্মসচিব (আইও) অধিশাখা

	Agreement on Coastal Shipping-এর খসড়ার অনুমোদন।	BIMSTEC সচিবালয় কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্ণিত চুক্তিটির text মে ২০১৮ সালে মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন করা হয় এবং বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে BIMSTEC সচিবালয়কেও অবহিত করা হয়। কিন্তু সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক চুক্তিটি Ratification প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় তা কার্যকর হয়নি। গত ২৭-০৯-২০২১ তারিখে ভারতীয় পক্ষ হতে BIMSTEC সচিবালয়ের মাধ্যমে চুক্তিটির নাম পরিবর্তনসহ আরো কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়। উল্লেখ্য, ভারত BIMSTEC সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে Lead-country. এক্ষেত্রে অনুমোদিত Agreement on Coastal Shipping এর পরিবর্তে ভারতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রস্তাবিত Agreement on Maritime Transport Cooperation শীর্ষক চুক্তিটির খসড়া text এর প্রাথমিক খসড়া চূড়ান্ত করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে BIMSTEC সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। BIMSTEC সচিবালয় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ৩০/০৮/২০২২ তারিখে "BIMSTEC Working group to finalize the Draft Text of the Agreement of Maritime Transport cooperation" এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পত্রের মাধ্যমে ১৯তম BIMSTEC Ministerial Meeting এর Paragraph 82-এ দৃষ্টি প্রদান করত: বাংলাদেশ পক্ষের text চূড়ান্তকরণের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণের অনুরোধ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে পূর্বে প্রেরিত text এর সাথে সমন্বয় করে textটি চূড়ান্ত করা হয়। চূড়ান্তকৃত textটির নাম পরিবর্তনসহ নতুন অনুচ্ছেদের সংযোজনের কারণে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের পূর্বে পুনরায় ভেটিং এর জন্য গত ০৬-০৭-২০২৩ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক	Cooperation শীর্ষক চুক্তিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	

		মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২১-০৯-২০২৩ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিংকৃত মতামত পাওয়া যায়। বর্ণিত textটি চূড়ান্তকরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সারসংক্ষেপ প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
১০	বিবিধ:			
	১০.১ বিআইডব্লিউটিএর ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ সংক্রান্ত।	উপসচিব (টিএ) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যস্থতায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিরাজমান ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২১-০৬-২০২৩ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়) মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ১৭-১০-২০২৩ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী এখনো পাওয়া যায়নি। সভাপতি দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিআইডব্লিউটিএ’র বিরোধপূর্ণ ঘাট/পয়েন্ট ইজারা বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও ২.উপসচিব (টিএ) নৌপরিবহন মন্ত্রণায়।
	১০.২বিভাগীয় মামলার তথ্য প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে (সেপ্টেম্বর) চলমান মামলা ৪টি। নতুন কোন মামলা দায়ের হয়নি। ১টি মামলার পুন:তদন্তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং ৩টি মামলা তদন্ত প্রতিবেদনের জন্য অপেক্ষমাণ। সভাপতি দপ্তর/সংস্থাপ্রধানগণ তাদের বিভাগীয় মামলার বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রত্যেকটি বিভাগীয় মামলা ভিন্ন ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, প্রশাসন-১ শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৩ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ সালের বাজেট বাস্তবায়ন	উপসচিব (বাজেট) জানান যে, ১ম প্রান্তিকের চাহিদামতে অর্থ ছাড়করণ করা হয়েছে। সভাপতি অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	যথাযথভাবে মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাজেট বাস্তবায়ন করতে হবে।	১. দপ্তর ও সংস্থা প্রধানগণ ২. উপসচিব, বাজেট শাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৪ মোবক-এর কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুমোদন	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন ২০২২ এর ৫৮ ধারার ক্ষমতা বলে কর্মচারী প্রবিধানমালা ২০২৩ প্রনয়ণের জন্য পূর্নাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ৮ জানুয়ারি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। এখনো প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।	মোবক-এর কর্মচারী প্রবিধানমালা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, মোবক ২. উপসচিব (মোবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

	১০.৪ বিআইডব্লিউটিএ’র সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (টিএ) জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ’র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনা করার জন্য যুগ্মসচিব(টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়-কে আহ্বায়ক করে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১৭-০৯-২০২৩ তারিখে প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব বরাবর জমা দেয়া হয়। এরপর ২৪-০৯-২০২৩ তারিখে প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআইডব্লিউটিএ’তে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	বিআইডব্লিউটিএ’র সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ২. উপসচিব (টিএ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
	১০.৫ স্থলবন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে সাংগঠনিক কাঠামোর তফসিল-১ সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত অনুমোদন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২। উপসচিব (বাস্থবক)
	১০.৬ মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা প্রনয়ণ	১৫ মে ২০২৩ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। বিধিমালাটি পিএসসির মতামত গ্রহণ করে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি মেরিন একাডেমীসমূহে নিয়োগবিধিমালা প্রনয়নের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মেরিন একাডেমীসমূহের নিয়োগ বিধিমালা জরুরী ভিত্তিতে প্রণয়ন সম্পন্ন করতে হবে।	১. কমান্ড্যান্ট সকল মেরিন একাডেমী ২.নৌশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা
	১০.৭ পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ	পাবকের সাংগঠনিক কাঠামোতে ইতোপূর্বে ৮৫ ক্যাটাগরির ৩৪১ পদ সৃজন করা হয়েছে। বর্তমানে আরো ১৮৪ ক্যাটাগরির ৭৬০টি পদ সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদকরণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	পাবকের সাংগঠনিক কাঠামো দ্রুত হালনাগাদকরণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (পাবক) ২। সিনিয়র সহকারী সচিব (পাবক)
	১০.৮ বিআইডব্লিউটএ’র আওতাধীন সকল নদীবন্দরের ফোরশোর সমূহের মেয়াদ বৃদ্ধি	বিআইডব্লিউটিএ থেকে গত ১৪-০৮-২০২৩ তারিখে টিএ শাখায় নদী বন্দর সমূহের ফোরশোর(তীরভূমি) বিআইডব্লিউটি’র অনুকূলে হস্তান্তর বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাওয়া যায় এবং উক্ত বিষয়ে ২৪-০৯-২০২৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রেখে ফোর শোরসমূহের হস্তান্তর গ্রহণ ও মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (টিএ) ২। উপসচিব (টিএ)

	১০.৯ স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণ	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) সভায় জানান যে, স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি দ্রুত প্রবিধানমালা হালনাগাদকরণ শেষ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা হালনাগাদ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (বাস্থবক) ২। উপসচিব (বাস্থবক)
	১০.১০ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭"	চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় জানান যে, "পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭" অনুমোদিত হয়। বন্দরের দাপ্তরিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মোট ৩৪১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন করা হয়েছে। "পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭" এর তফসিলে পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (পরিবহন), পরিচালক (অর্থ/একাউন্টস), চীফ হাইড্রোগ্রাফার, সচিব, প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) পদগুলোতে নিয়মিত পদোন্নতির সুযোগ রাখা হয়নি। চেয়ারম্যান, পাবক জানান, উক্ত পদসমূহে পাবকের পদোন্নতিযোগ্য নিজস্ব কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে তিনি "পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭" এর তফসিল সংশোধন করার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে পাবকের ৫৭তম বোর্ড সভার ২৩২ নং সিদ্ধান্তের (ক) এর আলোকে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী "চাকরি প্রবিধানমালা ২০১৭" এর নিয়োগবিধি সংক্রান্ত তফসিল এর ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংশোধনের প্রস্তাব গৃহিত হয় মর্মে তিনি জানান। সভাপতি পাবকের নিজস্ব কর্মকর্তাদের পদোন্নতি প্রদান করা হলে তাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং ফিডার পদ খালি হলে নতুন নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে। তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৭" সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান (পাবক) ২। উপসচিব (পাবক)

	১০.১১ অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ।	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয়) জানান যে, দপ্তর ও সংস্থাসমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্হা প্রধানগণ সভাকে অবহিত করার অনুরোধ করেন। দপ্তর ও সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন তালিকা স্ব স্ব দপ্তর/সংস্হাপ্রধানগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দপ্তর/সংস্থা সমূহের অনিষ্পন্ন কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করার জন্য অনুরোধ করেন।	সকল দপ্তর ও সংস্হার প্রধানগণকে দ্রুত অনিষ্পন্ন কাজের তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	১. মন্ত্রণালয় ২. দপ্তর ও সংস্থা।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোস্তফা কামাল
সিনিয়র সচিব

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩.৭৮

তারিখ: ২০ কার্তিক ১৪৩০
০৫ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা

৩) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
উপসচিব